কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

সনদ জালিয়াতি করে শিক্ষকতার অভিযোগ

কুবি প্রতিনিধি

প্রকাশ: ২৩ নভেম্বর ২০২৫ | ০৭:৪৮ | আপডেট: ২৩ নভেম্বর ২০২৫ | ১৪:০০

| প্রিন্ট সংস্করণ

- অ +

তিন বছর ধরে ভুয়া অভিজ্ঞতা সনদ দেখিয়ে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) মার্কেটিং বিভাগে শিক্ষকতা করে যাচ্ছেন প্রভাষক আবু ওবায়দা রাহিদ। নিয়োগের সময় তিনি অভিজ্ঞতা সনদে দেখান, কুমিল্লার সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় বছর ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগে প্রভাষক হিসেবে দায়িত্বপালন করেছেন। কিন্তু যাচাই-বাছাই করতে গেলে সিসিএন কর্তৃপক্ষ তাঁর সেই তথাকথিত ছয় বছরের শিক্ষকতা, নিয়োগপত্র বা সংশ্লিষ্ট কোনো নথিপত্রই দেখাতে পারেননি।

জানা গেছে, ২০২৩ সালের ২৯ জানুয়ারি যোগ্যতা পূরণ না করলেও আবু ওবায়দা রাহিদকে প্রভাষক পদে নিয়োগ দেন তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল মঈন। ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভাষক নিয়োগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে ন্যূনতম ৩.৭০ সিজিপিএ থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু রাহিদের স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের সিজিপিএ ছিল ৩.৫৬ ও ৩.৫৪। তারপরও তাঁকে নিয়োগ দিতে তৎকালীন উপাচার্য নতুন করে একটি অননুমোদিত বিধি বিজ্ঞপ্তিতে সংযোজন করেন। সেখানে এমফিল/পিএইচডি ডিগ্রি বা শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলে সিজিপিএ-তে শিথিলতার সুযোগ রাখা হয়। যদিও তখন বিধিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈধ ছিল না। এই বিধিকে ভিত্তি করে রাহিদ সিসিএনের তথাকথিত ‘অভিজ্ঞতা সনদ’ ব্যবহার করে নিয়োগ পেয়ে যান।

ভুয়া সনদের বিষয়ে জানতে চাইলে আবু ওবায়দা রাহিদ বলেন, ‘আপনি যা জিজ্ঞেস করেছেন তার কিছুই আমি জানি না। আপনি এর বাইরে কিছুই লিখতে পারবেন না।’

সিসিএনের নথিতে মিলেছে সত্যতা

শিক্ষার্থীদের অভিযোগে রাহিদের নিয়োগ নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কুবি তদন্ত কমিটি সিসিএনের কাছে রাহিদের নথি চাইলে সিসিএন কর্তৃপক্ষ গত ১১ অক্টোবর জবাব পাঠায়। তাতে বলা হয়, রাহিদ ২০১৭ সালে এক সেমিস্টার এবং ২০২১-২২ সালে চার-পাঁচ সেমিস্টারে ক্লাস নিয়েছেন। তিনি কোনো সময়ই স্থায়ী শিক্ষক ছিলেন না। তবে তিনি বিশেষ অনুরোধে ও চুক্তিভিত্তিক ক্লাস নিতেন।

তারা আরও জানান, তৎকালীন বোর্ড অব ট্রাস্টিজের প্রয়াত চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য অ্যাডভোকেট আবদুল মতিন খসরুর বিশেষ সুপারিশে তাঁকে ক্লাস নিতে দেওয়া হয়। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য কিছু কাগজপত্রে তাঁকে পূর্ণকালীন প্রভাষক হিসেবে উল্লেখ থাকলেও কোনো নিয়োগপত্র বা প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা দেওয়া হয়নি।
অভিজ্ঞতার সনদ সম্পর্কে সিসিএন জানায়, বাইরের সুপারিশ ও তাঁর ব্যক্তিগত অনুরোধে ২০১৬ সালের ২৫ নভেম্বর থেকে

২০২২ সালের ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত অভিজ্ঞতা দেখিয়ে সনদ দেওয়া হয়। এটি তিনি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আবেদনের জন্য ব্যবহার করেছেন।

সিসিএনের চেয়ারম্যান তারিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমি বিষয়টি জানি না। এসব রেজিস্ট্রার দেখেন। আমি অ্যাকশন নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু নিইনি। সিসিএন ভুয়া সনদ দেয় আপনারা আগেও তো লিখেছেন। আবার লিখেন, সমস্যা নেই। প্রমাণ হলে হবে।’ রেজিস্ট্রার অধ্যাপক জামাল নাছেরের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

তদন্তে গড়িমসির অভিযোগ

তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আহসানউল্লাহ। তিনি তৎকালীন উপাচার্যের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন, তদন্তে গড়িমসি করছেন তিনি। তবে অধ্যাপক আহসানউল্লাহ বলেন, ‘আমরা গড়িমসি করছি না। প্রকৃত ঘটনা জানতে আমরা সবকিছুই খতিয়ে দেখছি। প্রতিবেদন জমা দেব, এরপর সিদ্ধান্ত নেবেন কর্তৃপক্ষ।’

ইউজিসির পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ জামিনুর রহমানের ভাষ্য, এটি তো গর্হিত অপরাধ। কেউ যদি করে থাকে, তাঁর কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় কী করছে দেখুন। ব্যবস্থা না নিলে জানান।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. হায়দার আলী বলেন, তদন্ত কমিটি অভিযোগের বেশ কিছু প্রমাণ পেয়েছে। বিষয়টি সিন্ডিকেটে তোলা হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয় : বিশ্ববিদ্যালয়